রচডেল লেবার দলীয় এমপি সাইমন ডানচাক'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

রচডেল এমপি সাইমন ডানচাক ও লেবার দলীয় এমপি দের কে বতর্মান বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিয়ে ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উপর ব্রিটিস পাললামেন্টে আলোচনা করার জন্য বৃটেনের নর্থওয়েষ্ট বসবাস কারি বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতা ও বিভিন্ন সংগঠন এর পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন সামছুর রহমান জেপি , যুক্তরাজ্য বি এন পির সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজ মিয়া যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মোসাহিদ হোসাইন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আহাদ রেজা নাসিম যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ -সাংগঠনিক সম্পাদক রচডেল বিএন পির সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদিন, ওল্ডহাম বিএন পির সভাপতি মোঃ জামাল আহমদ, ম্যানচেষ্টার বিএন পির সভাপতি কামাল আহমদ, জমিয়তে ওলামা রচডেল শাখার সভাপতি ১৮দলীয় রচডেল সদস্য সচিব হাফিজ মৌং জুনাইদ আহমদ যুক্তরাজ্য বি এন পির সদস্য ও ওল্ডহাম বিএন পির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, ম্যানচেষ্টার বি এন পির সাধারন সম্পাদক লিটন আহমদ চৌধুরী, রচডেল বি এন পির সাধারন সম্পাদক মইন উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা লালা মিয়া, টাইগার ক্লাব সভাপতি খ ম মুস্তাক, গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন নথ ওয়েষ্ট সভাপতি কাজি আমিনুল ইসলাম জিলানী ও সাঃ সম্পাদক মোঃ ফখরুল ইসলাম, রচডেল বাংলাদেশ ইয়ুথ সোসাইটির সভাপতি সৈয়দ আলী আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মিজান, কমিউনিটি নেতা বসির আহমদ, শিক্ষাবিদ সামছুদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক সায়েক খাঁন, লিডস্ বিএন পির সভাপতি জায়েদ আলী, বি এন পি নেতা হাসনু মিয়া, সাংবাদিক ইলিয়াস আহমদ, আধিকার বাংলাদেশী সভাপতি ইকবাল আহমদ, পজন্মম বাংলাদেশ আব্দুল হামিদ টিপু ।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির আহবায়ক কমিঠি গঠন

যুক্তরাজ্য বিএনপি ওয়েস্ট মিডল্যান্ড শাখার বর্তমান কমিঠি বিলুপ্ত করে হাজী আঙ্গুর মিয়া কে আহবায়ক এবং হরমুজ আলী কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিঠি ঘোষণা করে.যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি শায়স্থা চৌধুরী কুদ্দুছ এবং সাধারন সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ সাক্ষরিত ২৫.০১.২০১৪ তারিখে যুক্তরাজ্য বিএনপির প্যাডে কমিঠির অনুমোদন দেওয়া হয়.কমিঠির অন্যান্যের মধ্যে যুগ্ম আহবায়ক হলেন আব্দুল খালিক,রফিক মিয়া,সুফি মিয়া আঙ্গুর,আব্দুল আজিজ গিলমান,জালাল উদ্দিন আহমদ এবং সদস্যরা হলেন আব্দুল লতিফ জেপি,সাদেক হোসাইন মাসুদ,আব্দুর রশিদ,ফয়েজ উদ্দিন এমবিএ,আবসল মিয়া আব্বাস,আমিনুর রশিদ,সানওয়ার আহমদ দুরুদ,ওয়ালী মুক্তার,আব্দুল হাসনাত কামাল আহমদ,ছালিক আহমদ,সাবের হোসাইন মজনু,আওলাদ হোসাইন,রেজাউল ইসলাম,পাখি মিয়া,নুরুজ্জামান,মুজিবুর রহমান চৌধুরী,রফিকুর রহমান রফু,ফয়সল আহমদ,আনছার আলী,আব্দুল কাবির,মুসাদ্দেক হোসাইন মানিক,মোহাম্মদ আলী,বাবরুল ইসলাম,একরাম হোসাইন।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এগিয়ে আসা প্রয়োজন

বাংলাদেশের চলমান মানবাধিকার পরিস্থিতি, হত্যা, সন্ত্রাস, নারী ও শিশুদের নির্যাতন-নিপীড়ন নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গত ২০ জানুয়ারী সোমবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশকে গণতন্ত্রহীন দেশ হিসেবে মন্তব্য করে বলেন, যেখানে গণতন্ত্র থাকে না সেখানে নারী-শিশু এবং সাধারণ জনগণ নির্যাতনের শিকার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার তেতালিশ বছর পর রাজনৈতিক কারনে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এবং সরকার সমর্থকরা যে সীমাহীন নিপীড়ন চালাচ্ছে সেটা ভয়ানক। পাখির মতো মানুষ হত্যা করা হচ্ছে অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। বক্তারা বলেন, কোন সভ্য দেশে, গণতান্ত্রিক দেশে এরকম পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় না। বক্তারা দেশের গণতন্ত্রের উত্তরণে এবং মানবাধিকারের সুরক্ষায় জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা প্রয়োজন উলেখ করে বলেন, পৃথিবীর এমন কোন পার্লামেন্ট নেই যেখানে সরকারী দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে ! বক্তারা অবিলম্বে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং নিগৃহ মুক্ত করার আহ্বান জানান।

ব্রিটিশ বাংলাদেশী উইমেন্স ফোরামের উদ্যোগে 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন্স এন্ড চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী উইমেন্স ফোরামের চেয়ারপার্সন মমতাজ খান। সেমিনারে 'গণতন্ত্রহীন দেশ, ভুলণ্ঠিত নাগরিক অধিকার -শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক ও কলামিস্ট দ্যা সানরাইজ টুডে সম্পাদক এনাম চৌধুরী।

তাছলিমা তাজের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাংবাদিক মোখলেছুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ওহিদ আহমদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জমিয়তে উলামা উইরোপের আমীর আলামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন, জাতীয় পাটির্র চেয়ারম্যানের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজ্জাজ, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ফিওনা ভেরী, নাগরিক আন্দোলন এর আহ্বায়ক এম এ মালেক, বিশিষ্ট আইনজীবী, সেইভ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মসরুর, এটিএন বাংলা ইউকের সিই্ও হাফিজ আলম বকস, কমিটি ফর ডেমোক্রেসী এন্ড হিউম্যান রাইটস্ এর চেয়ারম্যান মোশাহিদ হোসাইন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত আমার দেশ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ওলি উলাহ নোমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গ্রেটার ময়মনসিংহ সোসাইটি ইউকের চেয়ারম্যান ফেরদৌসী রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ব্রিটিশ বাংলাদেশী উইমেন্স ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জনা আলম, শাম্মী হুদা দীঘি, জাসাসের সভাপতি এম এ সালাম।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব, সমাজসেবী ও সাপ্তাহিক নতুন দিন এর সিইও আলী সাদেক শিপু, নিউহাম বারার কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী, নারী ম্যাগাজিন এর সম্পাদক শাহনাজ সুলতানা, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল প্রমূখ।

সাংবাদিকদের নিয়ে জেএমজি এয়ার কার্গোর বর্ণাঢ্য মিলন মেলা

স্বপ্নের দেশ ব্রিটেন থেকে এক সময় প্রিয়জনদের কাছে কার্গোর মাধ্যমে পছন্দের পণ্যটি পাঠানো ছিলো অনেকটা স্বপ্নের মতোই। আর কার্গো বলতে অনেকেই বুঝতেন জাহাজে বোঝাই করে দেশে মালামাল প্রেরণ। কিন্তু এখন আর মানুষের মনে সে ধারণা নেই। এখন কার্গোর মাধ্যমে প্রিয়জনের কাছে পছন্দের জিনিসটি পাঠিয়ে ফোনে জানিয়ে দেয়া হয় 'কাল-পরশো'র মধ্যে তোমার জিনিসগুলো পেয়ে যাবে। পছন্দ না হলে জানিয়ো, নতুন না হয় কিনে দেবো, যেতে মাত্র দু-তিন দিন লাগে।

আর কার্গো ব্যবসা এবং গ্রাহকদের এই ধারণাটি আমূল পাল্টে দিয়েছে ব্রিটেনের কার্গো ব্যবসার এক সফল প্রতিষ্ঠান জেএমজি এয়ার কার্গো। কার্গো ব্যবসাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি জেএমজি ব্রিটেন ছাড়িয়ে তাদের ব্যবসাকে সমগ্র ইউরোপে সম্প্রসারণ করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর কার্গো মালামাল প্রেরণে জেএমজি সবচেয়ে বেশী মালামাল পাঠিয়ে থাকে। সপ্তাহে তিন থেকে চারটি ফ্লাইটে হাজার হাজার টন প্রয়োজনীয় পণ্য বিমানের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকে জেএমজি এয়ারকার্গো। কার্গো ব্যবসার সফল প্রতিষ্ঠান জেএমজি এবং বিমান এখন ব্যবসা ক্ষেত্রে একে-অন্যের পরিপূরক। কার্গো ব্যবসাকে কমিউনিটির সেবা, প্রবাসীদের মালামাল প্রেরণে বিশ্বস্থতা-আন্তরিকতা এবং কার্গো ব্যবসাকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করে দেয়ায় জেএমজি এয়ারকার্গো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর 'সিএসএ' (কার্গো সেলস্ এজেন্ট) এর দায়িত্ব লাভ করেছে।

ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের এ সাফল্যের জন্য জেএমজি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী সহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তবে ব্যবসাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে জেএমজি যাদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা এবং ভালবাসা পেয়েছে তারা হলেন, ব্রিটেনের প্রিন্ট এবং এলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। সাফল্যের অগ্রযাত্রার এক যুগে মিডিয়ার ভালবাসায় মুগ্ধ জেএমজি এয়ারকার্গো রোববার সন্ধ্যায় আয়োজন করে "মিডিয়া পার্টি উইথ জেএমজি এয়ার কার্গো শীর্ষক এক সাংবাদিক মিলন মেলার।"

পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সাংবাদিক মিলন মেলায় ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির শীর্ষ ব্যক্তিদের অন্যতম, টাওয়ার হেমলেটস্ এর প্রথম নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর কান্ট্রি ম্যানেজার আতিক রহমান চিশতী, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স্রের প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বকত ফারুক অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

সাংবাদিক এনাম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং জেএমজি হিথ্রো ব্রাঞ্চের সিইও আলী সাদেক শিপুর স্বাগত বক্তব্যে মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিল, চ্যানেল আই ইউরোপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজা আহমদ, ফয়সল চৌধুরী শুয়েব, এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বকস্, এনটিভি ইউরোপের ডিরেক্টর মোস্তফা সারোয়ার বাবু, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমদ ফয়েজ, প্রবীন সাংবাদিক ইসহাক কাজল, সাপ্তাহিক বাংলা মিররের সম্পাদক আব্দুল করিম গণি, সাপ্তাহিক দেশ এর সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, চীফ রিপোর্টার মুহাম্মদ জুবায়ের, সাপ্তাহিক বাংলা টাইমস্ এর নির্বাহী সম্পাদক সাঈম চৌধুরী, একাউন্টটেন্ট মাহবুব মুর্শেদ, বিবিসিসির লন্ডন রিজিওনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আজাদ আহমদ, হিলসাইড ট্রেভেলস এর সত্ত্বাধিকারী হেলাল খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস এর সিইও তাজ চৌধুরী, এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসাইন, এটিএন বাংলার সিইও সুফি মিয়া, ব্রিটিশ বাংলাদেশী উইমেন্স ফোরামের চেয়ারম্যান মিসেস মমতাজ খান, বেতার বাংলার চেয়ারম্যান নাজিম চৌধুরী, টিভি প্রেজেন্টার উর্মি মাজহার, সাপ্তাহিক সুরমার প্রধান সম্পাদক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, টাওয়ার হেমলেটস্ এর কাউন্সিলর আমিরুল খান, সাপ্তাহিক লন্ডন বাংলার বার্তা সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল, বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, একাউন্টটেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, জেএমজির ম্যানেজার সুরমান আহমদ, শেখ মাহমুদুল হাসান দুলাল, ডাইরেক্টর দিলারা খানম জেনী সহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্রিটেনের প্রথম বাংলাদেশী নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান জেএমজিকে তার বারা'র অহংকার উলেখ করে বলেন, ব্যবসা ক্ষেত্রে গ্রাহকদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন একজন ব্যবসায়ীকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে এর প্রমাণ মনির আহমদ। তিনি সেবা দিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন। এখন দেশে মালামাল প্রেরণ করতে হলে গ্রাহকরা জেএমজিকেই তাদের পছন্দের কার্গো প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেঁছে নেন। মেয়র সাফল্যের অগ্রযাত্রায় জেএমজির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমার বারাতে যারা সফল তাদের প্রতি আমার শুভ কামনা এবং টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিল সব সময় তাদের পাশে থাকবে। মেয়র অনুষ্ঠানে আগত সাংবাদিকদের অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এই এলাকার স্বার্থ সুরক্ষায় আপনারা অবশ্যই জনসাধারণের পাশে থাকবেন।

বক্তারা জেএমজিকে ব্রিটেনের কার্গো ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি মডেল ব্যবসা হিসেবে উলেখ করে বলেন, জেএমজি তার এ অবস্থানে আসার পেছনে সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি কাজ করেছে সেটা হলো তাদের সেবার মনোবৃত্তি এবং কমিটমেন্ট।গ্রাহকদের দেয়া প্রতিশ্র"তি রক্ষা এবং আন্তরিকতা। একজন ব্যবসায়ীর এমন ব্যবসায়ীসূলভ উত্তম গুনাবলী জেএমজি মিডিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছে। তাই মিডিয়া বান্ধব একজন মানুষ হিসেবে জেএমজির কর্ণদ্বার এবং কার্গো ব্যবসার সফল প্রতিকৃত তরুণ মনির আহমদ শুধু তার গ্রাহকদের কাছেই প্রিয় নন, তিনি মিডিয়ারও একজন প্রিয় মানুষ। সাংবাদিক ও সুধীজন মনির আহমদের সার্বিক সফলতা কামনা করে ভবিষ্যৎ এগিয়ে চলার পথে পাশে থাকার প্রতিশ্র"তি প্রদান করেন।